প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্ভাবনী ধারণা ও উত্তম চর্চা

১. স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১৫ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১৪,৬৭৭ জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ জন ছাত্রীসহ মোট ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপবৃত্তি প্রদানের পূর্বে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া এবং বাল্যবিবাহের হার বেশি ছিল। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি বিতরণ

২. "শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়"

বাংলাদেশের বর্তমান নিরক্ষরতার অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বর্তমান সরকারে লক্ষ্য। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ০৭টি বিভাগে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় ৩ জন গবেষণা ব্যক্তিত্ব (Resource Person) স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় সংবাদকর্মী, এন.জি.ও কর্মকর্তা কর্মশালায় মতামত পেশ করেন। কর্মশালাগুলোতে ৬টি গ্রুপভিত্তিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মতামত লিখিত ও মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনায় করে, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এমন কিছু সমস্যা চোখে পড়েছে যা সহজে এবং অনেক কম সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন এবং সম্পৃক্ত শ্রেণির অধিকতর আন্তরিকতা। "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ এক মোড়কে বই আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়।

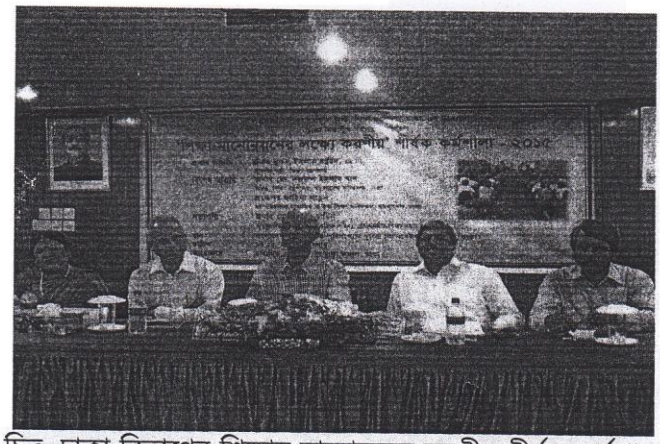

চিত্র: ঢাকা বিভাগের শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

৩. "শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধ"

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম সংকট হচ্ছে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে "শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালাগুলো জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জেলাসদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কর্মশালায় ৩ জন গবেষণা ব্যক্তিত্ব (Resource Person) স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও করণীয় বিষয়ে তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় সংবাদকর্মী, এন.জি.ও কর্মকর্তা কর্মশালায় মতামত পেশ করেন।

কর্মশালাগুলোতে ৬টি গ্রুপভিত্তিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মতামত লিখিত ও মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কিছু কমন সমস্যা ছাড়াও এক একটি জেলার এক এক রকম সমস্যা বিদ্যমান। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে এমন কিছু সমস্যা চোখে পড়েছে যা সহজে এবং অনেক কমসময়ে স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন এবং সম্পৃক্ত শ্রেণির অধিকতর আন্তরিকতা। "শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ এক মোড়কে বই

আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ঝরে পড়া হ্রাস পাবে।

চিত্র: হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত "শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা

৪. শিক্ষার গুরুত্ব ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত পোস্টার

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ তথা নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা বিষয়ক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী সম্বলিত পাঁচ রকমের ৫০ (পঁঞ্চাশ) হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে এবং সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

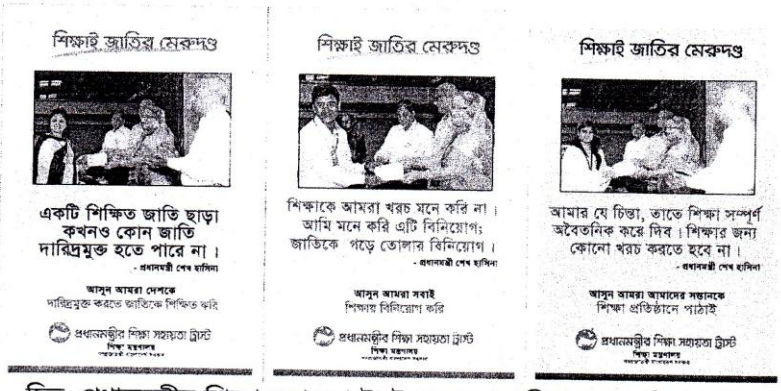

চিত্র: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পোস্টার

৫. মোবাইলে উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রযুক্তি ও অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম

'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট" এর উপবৃত্তির টাকা ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মোবাইলে বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি প্রাপ্তি এবং অন্যান্য সকল সুবিধা অনলাইন ও প্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i Programm এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।

৬. 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' এর প্রকাশনা

রূপকল্প-২০৪১ এর স্বপ্নদ্রষ্টা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভিশন-২০৪১ এর বাস্তবায়নে। বাংলাদেশকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটি উন্নত ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা, নারী উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি সেক্টরে বিশ্বের অনুকরণীয় মডেল হিসেবে বাংলাদেশ চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্জন করেছে বহু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু প্রভাব মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার বিচক্ষণ নেতৃত্ব স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'Champion of the Earth' এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' গ্রহণ করেছেন। 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' সংকলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কিছু চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি বিশেষ করে শিক্ষাখাতের অগ্রগতিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' পাঠ করে যেকোনো ব্যক্তি খুব সহজেই বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার চিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।

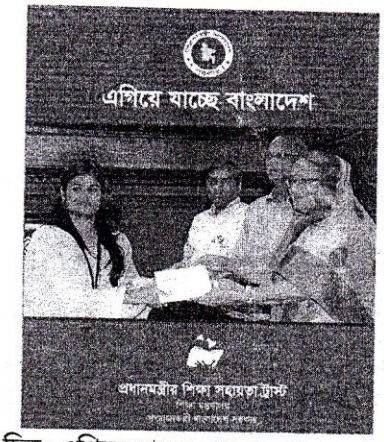

চিত্র: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এর প্রচ্ছদ

৭. নীতিমালা প্রণয়ন এবং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালার আলোকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক/সমমান, উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান ও স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে মোট ৯৫ জনকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২,৪১,০০০/- (দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৪১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মোট ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গুরুতর আহত ০৬ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৯৫০০০/- (পঁচানব্বই হাজার) টাকা এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ০৩ (তিন) জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মোট ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর লেখা-পড়া চালিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে।

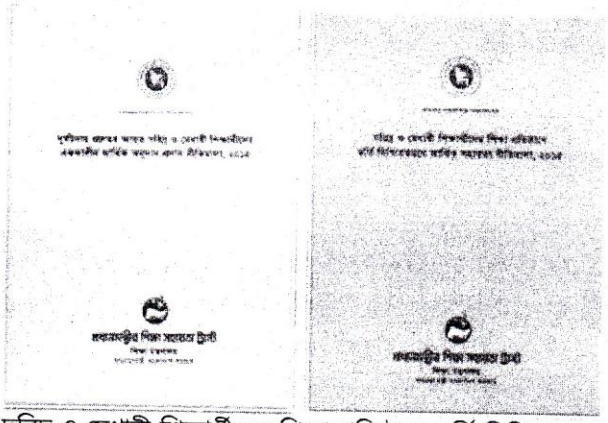

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর এককালীন আর্থিক সহায়তা নীতিমালার প্রচ্ছদ চিত্র

২৮/৪/২০১৬